গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিষয় ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুলাই ২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ ড. রাখাল চন্দ্র বর্মণ, অতিরিক্ত সচিব(সচিবের দায়িত্বে), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় ঃ ১৩ আগস্ট ২০১৭, বেলা ১১.০০ টায়
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট-'ক'

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় জানানো হয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে একটি টেকনিক্যাল টিম বর্তমানে ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরকারি সফরে আছেন।

সভাপতি, সচিবের অনুপস্থিতকালীন এ বিভাগের জরুরী বিষয়সমূহ এবং চলমান প্রকল্পসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। অত:পর সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অধিদপ্তরওয়ারী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)কে অনুরোধ করেন।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ সভাকে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। তবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের **"ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন"** প্রকল্পের আওতাভুক্ত ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মালিকাধীন হলেও, ইতোপূর্বে ভূমিটি সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হওয়ায় প্রস্তাবিত ভূমি সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার প্রস্তাবিত ফায়ার স্টেশনের ভূমি নিয়ে রীট মামলা হওয়ায় এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় প্রস্তাবিত ফায়ার স্টেশনের ভূমি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ায় নতুন ভূমি নির্বাচন করতে হচ্ছে।

বর্ণিত ৩টি প্রকল্পের ৩টি ফায়ার স্টেশনের ভূমি অধিগ্রহণ/হস্তান্তর বিষয়টি কিছুটা চ্যালেঞ্জযুক্ত। সভাপতি এ সকল বিষয় নিবিড় তদারকি এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) ও ফোকাল পার্সন, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বিস্তারিত আকারে সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

নং	বিষয় ও অলোচনা	সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/অধিদপ্তর)
১.	গত সভার (জুন ২০১৭) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ: গত সভার (জুন ২০১৭) কার্যবিবরণী জুলাই ২০১৭ তারিখে জারি করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	গত সভার (জুন ২০১৭) কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হলো। বাস্তবায়নে : অধিদপ্তর (সকল)
২	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা/অনুশাসন :**	
	কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি-০৬ টি :	
	ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত আছে এমন প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা (০৬ টি) :	

১.	**বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয়, কারা শিল্পে নিয়োজিত বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী থেকে অর্জিত লভ্যাংশের ৫০% কারা বন্দিদের দেয়ার প্রস্তাব পুন: বিবেচনার জন্য ১১-০৫-২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) অর্থ বিভাগের সাথে জরুরীভিত্তিতে যোগাযোগপূর্বক অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহন করতে হবে। খ) বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কিভাবে খরচ/ব্যবস্থাপনা করা যায় তার একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে : কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ
২.	**কারা কর্মচারিদের ছেলে মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে ০৫-০৭-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খ) কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত ডিপিপি সংশোধন করে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৩.	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি :** **আলোচনা :** সভায় জানানো হয় যে, কারা অধিদপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় সে বিষয়ে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।তবে কারা কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশানের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। কারা বিভাগের সার্বিক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মকৌশলসহ দ্রুত প্রস্তাব প্রেরন করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ
৪.	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন :** **আলোচনা :** সভায় জানানো হয় যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনাও প্রস্তুত করে উপস্থাপন করতে হবে । **বাস্তবায়নে :** কারা অধিদপ্তর/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৫.	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা কর্মচারী ও সর্বসাধারনের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্তির এবং স্বল্পতম সময়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করার বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অধিদপ্তর/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৬.	**কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে :** **আলোচনাঃ** সভাকে জানানো হয় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ কয়েকটি কারাগারে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য তদারকি করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারে কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সচিব মহোদয়ের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুততম সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অধিদপ্তর/উন্নয়ন অনুবিভাগ
	কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা-০৪টি:	
	খ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা (০৪টি) :	
১.	**বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে, মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৮-৫-২০১৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলোআপ করা হচ্ছে।	গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। বাস্তবায়নে : আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ/কারা অধিদপ্তর

২	**ক) কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমিক কাজের টাইম ফ্রেম নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা: পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ১৫-৬-২০১৭ তারিখ, ডিজাইন জমা ২৫-৯-২০১৭ তারিখ, কনসালটেন্ট নিয়োগ ৭-১০-২০১৭ তারিখ ও ডিপিপি অনুমোদন ৮-১১-২০১৭ তারিখ।	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতার স্মৃতি যাদুঘরসহ গৃহীত পরিকল্পনা ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অনুবিভাগ/কারা অধিদপ্তর
৩	**কারাবন্দীদের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স, জেলার ও ডেপুটি জেলারদের রিফ্রেসার্স কোর্সে কাউন্টার টেরোরিজম বিষয়ক প্রশিক্ষন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কারা কর্মকর্তাদের জন্য ২৩-০৭-২০১৭ তারিখ থেকে ০২ সপ্তাহব্যাপী কাউন্টার টেরোরিজম বিষয়ক প্রশিক্ষন শুরু করা হবে।	সকল পর্যায়ের কারারক্ষীদের কাউন্টার টেরোরিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আকারে জানাতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অনুবিভাগ/কারা অধিদপ্তর
৪	**কারা বন্দীদের সাথে সপ্তাহে ০১(এক) দিন পরিবারের মোবাইলে কথা বলা :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে সর্বশেষ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্তিসভা কমিটির সভায় অনুকূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ২টি জেলে শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু হবে।	সর্বশেষ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** কারা অনুবিভাগ/কারা অধিদপ্তর
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি-০৮টি	
	ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত আছে এমন প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা (০৮টি) :	
১.	**মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন :** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) জেলা প্রশাসক মেহেরপুর এর নিকট থেকে ১৫/০৬/১৭ তারিখে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ২১/০৬/২০১৭ তারিখে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের অর্থ জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর এর অনুকূলে ন্যস্ত করা হয়েছে। জমির দখল পাওয়ার পর পূর্ত কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হবে। (খ) গাংনী উপজেলাধীন বামুন্দী ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে জমির ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল পাওয়ার পর পূর্ত কাজের দরপত্র আহবান করা হবে।	ক) ফায়ার স্টেশনের Need Assess করে ফায়ার ফাইটিং এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। BUET সহ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে বিশেজ্ঞগণের সহায়তায় যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ এবং অনুমোদন নিতে হবে। খ) ফায়ার স্টেশনের সকল ক্রয়ে এ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ
২.	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে **দু'টি উপজেলা যথাঃ** ক) কামারখন্দ ও তাড়াশ উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরঞ্জাম সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। খ) এ জেলার চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি চিহ্নিত হয়েছিল কিন্তু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় পূনরায় জমি খোঁজে বের করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।	০১) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে দ্রুত জমি খোঁজে বের করে জমি অধিগ্রহনের চেস্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ০২) জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.	**ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে (ক) ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় গত ২২-০৫-২০১৫ একটি নতুন ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। (খ) নান্দাইল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত পূর্তকাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। **চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প :** (গ) গৌরিপুর উপজেলার জন্য প্রস্তাবিত জমি সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ/অনুমোদন পাওয়া যাবে। সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি প্রাপ্তির জন্য উক্ত মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে। - সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি সভাকে অবহিত করতে পারেন।	গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের জন্য কারাগারের প্রস্তাবিত ভূমি বুঝে নেয়ার জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৪.	**নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনসমূহ আধুনিকায়ন করা।** **বাস্তবায়ন অগ্রগতি :** সভাকে জানানো হয় যে এতদ বিষয়ে ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।	ক) জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খ) দ্রুততম সময়ে ফায়ার স্টেশন দুটির কার্যক্রম চালু করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৫.	**সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) সুনামগঞ্জ জেলার সদর ও ছাতক এবং জগন্নাথপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মিত ও চালু হয়েছে। খ) দিরাই উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি পাওয়া গেছে। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছে। গ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি পাওয়া গেছে। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছে। গ) নির্মাণাধীন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ফায়ার স্টেশনটির ৮৫%,শাল্লা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৭৮% ও জামালগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে। (ঘ) ধর্মপাশা ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। **(চ) চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প :** একই উপজেলায় তাহেরপুর উপজেলা ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ এর বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারী/১৭ মাসে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় প্রতিদ্বদ্বিতা করার নিমিত্ত এস এফ দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। (ঙ) একই জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য ১ম প্রস্তাব অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় বিকল্প জমি চিহ্নিত করে ০৩/০৫/২০১৭ তারিখে অধিগ্রহণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জেলা প্রশাসককে সুনামগঞ্জ সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনসমূহের পূর্তকাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। খ) সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট আইজীবি মাধ্যমে শুনানী ইত্যাদি ত্বরান্বিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ

৬.	**বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করণ।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা ও আমতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন চালু আছে। খ) বরগুনা জেলার বামনা উপজেলা ফায়ার স্টেশনের ১০০% পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ) একই জেলার বেতাগী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ পূর্ণদ্যোমে নির্মাণকাজ এগিয়ে চলছে। ঘ) গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় বাস্তবায়নাধীন নবসৃষ্ট তালতলী উপজেলা ১৫৬ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত জমি চিহ্নিত করে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণসহ গত ২৭/০৪/২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক, বরগুণা সমীপে অধিগ্রহণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) বেতাগী উপজেলার ফায়ার স্টেশনে পূর্তকাজ স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। খ) অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। গ) দ্রুততম সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৭.	**চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর (উঃ), চাঁদপুর(দঃ), চাঁদপুর নদী, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, শাহরাস্তি ও হাইমচর মোট ৭টি ফায়ার স্টেশন বিদ্যমান আছে। খ) মতলব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জনবল সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই চালু করা হবে। গ) ফরিদগঞ্জ ফায়ার স্টেশন বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি এর ২য় সংশোধন অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ শেষে নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। ঘ) ১৫৬ প্রকল্পে সংস্থানকৃত মতলব (উঃ) ফায়ার ষ্টেশনটির জন্য স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর ১৭-০৫-২০১৭ তারিখের ৫১০ সংখ্যক স্মারকে প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। বন্দোবস্তের সেলামীর অর্থ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর এর অনুকুলে ন্যস্ত করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ক) ডিপিপি সংশোধন পূর্বক জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। খ) জমি অধিগ্রহণ/বন্দোবস্ত গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অধিশাখা/উন্নয়ন অনুবিভাগ
৮.	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় কর্ত্তিমারী ফায়ার স্টেশনটির ৮৫% পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। খ) কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত কাজের জন্য পুনঃ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া একই জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ি ও রাজারহাট উপজেলার ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমির মূল্য পরিশোধের জন্য তহবিল জেলা প্রশাসক এর অনুকূলে ন্যস্ত করা হয়েছে। দখল পাওয়ার পর পূর্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহবান করা হবে।	ক) রৌমারী উপজেলার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। খ) কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত কাজের জন্য পুনঃ দরপত্র গ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। গ) ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট উপজেলার প্রস্তাবিত ভূমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে :** অগ্নি অধিশাখা/উন্নয়ন অনুবিভাগ

	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা-০১টি	
	ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত আছে এমন প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা (০১টি) :	
১	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে আধুনিক অগ্নি নির্বাপণী গাড়ী, পাম্প ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার লক্ষ্যে ১৯৮ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত Modernization of Fire service & Civil Defence প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১২৪ কোটি ০৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। সাশ্রয়কৃত ৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকায় অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত সময়ের মধ্যে ১০০% লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিজস্ব উৎস থেকে ২৫সেট, Asian Disaster Programme (ADPC) ৪৮সেট এবং USAUID এর অর্থায়নে Comperhensive Disaster Management Programme (CDMP) অধিনে ২০সেটসহ মোট ৯৩ সেট হালকা যন্ত্রপাতি সংগৃহিত হয়েছে। উপরন্তু MoDMR এর মাধ্যমে ২৫০ সেট হালকা উদ্ধার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছে। ফলে উদ্ধার কাজে সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯০% সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়েছে।	মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে : উন্নয়ন অনুবিভাগ/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা :	
	ক. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত আছে এমন প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা (০১টি) :	
১	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে প্রস্তাবিত আইনটি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট এনজিওকে অর্থ্যাৎ স্টেকহোল্ডারদেরক পত্র দেওয়া হয়েছে। এখনও সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটির উপর মতামত পাওয়া যায়নি।	প্রস্তাবিত খসড়া আইনটির উপর মতামত সংগ্রহ করে খসড়া দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। বাস্তবায়নে : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনা-	
	খ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা (০৪টি) :	
১.	**সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে ক) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ৯৯৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খ) ২০১৬-১৭ সালে ০৭টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ২৫টি রিপিটার সেট, ১০টি কার মোবাইল/ফিক্সড বেইস সেট, ০৭টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ২৫টি কম্পিউটার সেট ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। গ) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ১-১৫ জুন ২০১৭ অর্থাৎ জুন ১ম পাক্ষিকে ১৬৪৩ টি অভিযান পরিচালনা করে	মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জোরদারকরণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে : ক) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশে বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। খ) মাদক নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। গ) দায়েরকৃত মামলাসমূহ যথাযথভাবে তদারকী করতে হবে। ঘ) জব্দকৃত মামলামাল সঠিকভাবে রাখা হচ্ছে কিনা, তা মনিটর করতে হবে। ঙ) সাক্ষী হাজির করা হচ্ছে কিনা-তা নজরদারী করতে হবে।

	৫৩১ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৫১০টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৬-৩০ জুন ২০১৭ অর্থাৎ জুন ২য় পাক্ষিকে ১৩১৬ টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৪০ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৩২৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘ) মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদের ইমামদের কোরআন ও হাদিসের আলোকে বয়ানের জন্য একটি খসড়া ইতোমধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে স্কুল কলেজে মে ২০১৭ পর্যন্ত ২৫৬০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করা হয়েছে।	চ) হেরে যাওয়া মামলার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। ছ) সময় সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফিল্ড ভিজিট করতে হবে। জ) স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য মাদকপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ঝ) মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকগণকে নিয়ে স্কুল কলেজ, মসজিদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঞ) প্রতিমাসে ০২ (দুই) বার ০১ তারিখ ও ১৬ তারিখ যথারীতি অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। ট) গত ০৩ মাসে মামলা নিষ্পত্তি সরকারের পক্ষে কতটি এবং সরকারের বিপক্ষে কতটি হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন দিতে হবে। **বাস্তবায়নে :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দাবীকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৩.	**এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে গত ২১-০৫-২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালককে সভাপতি করে এ বিধিমালা চূড়ান্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি খসড়া বিধিমালা পর্যালোচনা করে একটি চূড়ান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন।	ক) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা সংশোধন করতে হবে। খ) এনজিও পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। **বাস্তবায়নে :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪.	**ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।** **আলোচনা :** সভাকে জানানো হয় যে মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ চেয়ে মায়ানমারে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভার তারিখ পাওয়া যায়নি।	মায়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ডিসি-ডিএম সভা অনুষ্ঠানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর নির্দেশনা-০২টি	
	খ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা (০২টি) :	
১.	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার। সভায় উপস্থিত **বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান,** পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস/বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে এমআরপি ও এমআরভি প্রদান করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

২.	**ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করা।** আলোচনা : সভাকে জানানো হয় যে, ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ মিশন সমূহে ৩-৫ দিনের মধ্যে এমআরপি পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২৫/০২/২০১৭ তারিখ পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ/২০১৭ উদ্বোধন-এর সময় আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিস Fedex এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক ওয়ার্ক স্টেশন ইতিমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

৩। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষর) ২২/০৮/২০১৭

ড. রাখাল চন্দ্র বর্মণ, অতিরিক্ত সচিব
(সচিবের দায়িত্বে),
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়